অনন্ত সুজন

গম

এ তবে শস্যদ্বীপ, নয়তো স্বর্ণমন্দির
মদের টেবিলে তর্কতুফান অসমাপ্ত রেখে
এইমাত্র যারা উঠে গেলো দ্বন্দ্বচূড়ার দিকে
তাদের সমস্ত স্বর ঝর্নাজলে আটকে ছিল
যার প্রতিটি বাঁক অসামান্য– যা কি-না
কেবলই মৃদঙ্গ পরিষদে পাওয়া যায়

সূত্র সম্ভাবনা তবুও অধরা, অনুঘটকের
বিবৃতি নিয়ে এ বাক্য কলরব উপেক্ষা
করে চলে গেছে গুহাতীর্থে– নিরাকার
এ সংবাদ দৈনিক বালিতে প্রথম
এঁকেছিল কে? অগ্নি না জল?

ঘুঘুডাক স্মরণ করে ফাঁদ দেখার লোভে
ডানায় অলৌকিক হাওয়া ভরে
যারা আরোহন করেছিল পর্বত
তাদের চোখ জমাট তন্দ্রাক্তু
অভিযোজনের নামে তারা ফেরি করে
শস্যতাড়না– গমের বিবরণ।

ঋষি

গ্রহে গ্রহে বিবাদ সংগঠিত হবার পর
উদ্ধার করা গেলো– একটি গৃহত্যাগী নক্ষত্র
পদাতিক বেশে ভূমন্থনে জড়িত
উড়োঝাঁক ভেঙে সকল উত্তাপ নিয়ে একাকী
অবলোকনের নির্জন গুহায়– জগৎজঞ্জাল
দু'হাতে সরিয়ে অবিরাম ছড়ায় নক্ষত্ররেণু
এই যে ধ্যান, প্রগাঢ় সংলাপে চোখ বন্ধ
করে ছুটে যায় উত্তরের হাওয়ায়, তার নির্ণয়
দেখে দেখে গোপনে কেঁদেছে হাজারো বেদুঈন
সে আজ পশ্চিমের মেঘে দিয়েছে হানা

অসীমের মমতা ভেঙে যা কিছু ঝরে পড়ে
মগ্নতার পদমূলে– বলতে হয় বর্ষণের অনভিজ্ঞ
চিৎকার আসন্ন ঋতুতে বাড়ি ফিরে যাবে
যেন নৈঃশব্দের ব্যাপক রীতি থেকে সহসা
উদ্ভাসিত বিক্রম– পর্বতের অখণ্ড আবেগ

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বালিকাবেণীর মতো
বিশ্বভূগোলে– চূর্ণ করে কঠিন শিলা ও পাথর
অনুভবের গোপন মহলে বসন্তের আঘাতে
যে পাঠক আরেকবার ঘুরে দাঁড়াতে চায়
গোত্র ত্যাগ করে চিন্তারেখায়– পিপাসাপুস্তকে।

স্তন

প্রতিনিয়ত খুন হয়ে যাই
ভূ-গোল রহস্য ছুঁতে গিয়ে– বারবার
ছুঁয়ে আসি কামনার মিনার

সম্পর্ক রীতি আকীর্ণ জেনে
ঘোরলাগা সমুদ্র ভ্রমণে
দেখা হলো পুত্র এবং পিতার।

দ্বৈরথ

শাদা কাশফুলের মতো নরম-কবোষ্ণ শরীর
তাকালে দেখা যায়– হয়তো দূরের নামহীন দ্বীপ
আলোকবর্তিকাহীন কোনো সমুদ্র-নাবিক সুদীর্ঘ
ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে দ্যুতিভার অনিবার্য ভেবে
ভিড়িয়েছে জাহাজ। করপুটে ধরে আছে জলকথন
চারপাশ থেকে সেলাই করা কামনার রোযা

পিপাসার বিবরণ শুনে সান্ধ্যগীত গেয়েছিল–
পাখি। তা দেখে– স্নেহের পরিধি ছড়িয়ে
ইঙ্গিতময় দাঁড়িয়েছে নিজস্ব দরোজার কাছে কেউ
কেন যে সন্ধিসূত্র এত ভাবপ্রবণ– আসুক মনোজ্ঞ
বাতাস! রক্তনাচ দেখে সেও বিভ্রমে যাবে

আঙুরলতার মতো বেড়ে ওঠে পরস্পর-প্রোথিত মাচা
পতনের সমূহ সম্ভাবনা ভুলে
অন্ধকারে বেহায়া আলোর মতে, জ্বলে ওঠে

একটু একটু করে জল ছেড়ে দেয়
যেন ওলাওঠা রোগী।

ব্রা

স্নানের অভিজ্ঞান নিয়ে
কী ভীষণ তীর্যক ভঙ্গিমায় ফুটে আছে
উদার বারান্দা যে কারণে গর্বিত উদ্যান

শুনেছি তার উদ্দীপক ঘ্রাণ
যুবকপাড়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে মর্মের আফিম
হলো বুঝি দেহচূর্ণ– নিরাকার যতসব
মনোবিভূতি লুটায়ে পড়েছে
ছায়ানল গভীরে

তাকে উদ্ধার করে ধীমান বাতাস
রাত্রিরহস্য অন্তর্গত গান হয়ে
দোল খায়– যেন প্রগাঢ় ছান্দসিক
সুরের ভেতর কতশত গোপন বিবরণ

এসব শুনতে আঙুলে খোদায়
করা দাগগুলো হারিয়ে ফেলেছিল চিত্রকর
সবুজ পাহাড় দেখে যে কি-না
স্নানঘরে যেতো।

মরীচিকা

সম্মুখে উদ্ভিদ প্রতিভায় ফুটে আছো
অরণ্যমেধা নিয়ে মুখভার– অযুহাতে স্থবির
ভাব অধ্যায় ছিল সবচে জটিল
প্রজাবেশে তাই কোন অক্ষম অনুবাদক
ভিক্ষুকের মতো মুদ্রামুগ্ধ

ঠিক ঐ উপযুক্ত মুহূর্তে
কণ্ঠভিলা থেকে জড়তার সরল অসুখ
বাণী সংগ্রাম পদমূলে রেখে বাড়িয়েছিল বয়স
সেই অশান্তিকর থেকে একটি বীভৎস বাঘ
ক্ষুধার আবেগে-বনভূমি ত্যাগের পর থেকেই
পেছনে পেছনে।
অনুভবকালে এসব দুঃখকথা পার্শ্ববর্তী
নদী হয়ে ভাটির প্রদেশে নেমে যায়
যখন তুমি অভিনয়ে আশ্চর্য সুন্দর।

ঘটনা

এ খেলা যথেষ্ট নয় শীত ও শীৎকারে
যতই উড়াও মুদ্রা; ছুড়ে দাও আর্তভূড়ি

অবেলা আলোতে বাদামী অবয়ব খুলে
তা কেবলই বুনোবিবাদ নিয়ে চেতনার সরু
পথে এসে থমকে দাড়ায়–

দু'দিক মাতিয়ে রাখে পর্বার্তের কঠিন খেয়াল
গোত্র-গোত্রে যা ঘটতো সন্ধির আগে

আগুনের ভেতর থেকে কোথাকার এক
হাওয়া এসে গোমতল্লাসের মতো
সামাজিক সন্দেহে ঝড়ের প্রস্তাব রেখে
পালিয়ে যায়। তাতে বুঝি, আকাশগঙ্গার
কিছুই যায় আসে না
এ খণ্ডমুখ তাহলে ক্ষুদ্র অন্ধকার।